মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১১০৮

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ২৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান

بَابُ الْمَوْقِفِ

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأم سليم خلفنا. رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

১১০৮-[৩] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতীম আমাদের ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করছিলাম। আর উম্মু সুলায়ম (রাঃ)ছিলেন আমাদের পেছনে। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৭২৭, মুসলিম ৬৫৯; শব্দবিন্যাস বুখারীর।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: হাদীসটি ঘরে নফল সালাতের ক্ষেত্রে জামা‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার উপর দলীল স্বরূপ।

অন্যান্য শিক্ষাবলীঃ বারাকাত গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় বিশুদ্ধ। মুক্তাদী দু’জন হলে তাদের দাঁড়ানোর স্থান ইমামের পিছনে। কোন মহিলার পক্ষে পুরুষদের ইমামতি করা বৈধ নয়।

কেননা একজন মহিলার পক্ষে যদি পুরুষদের কাতারে তাদের সাথে বরাবর হয়ে দাঁড়ানো জায়িয না হয় তাহলে তাদের থেকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে ইমামতি করা আরও না জায়িয। সকল শ্রেণীর মুক্তাদী হলে তাদের ধারাবাহিক হয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক। তবে উত্তম হল মর্যাদায় যে অগ্রগামী সে তার অপেক্ষা নিম্নগামী মর্যাদাবানের আগে দাঁড়াবে।

আর এজন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে বড় সে যেন

আমার কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ায়। ভাল মন্দের পার্থক্য করতে পারে এমন বাচ্চার সালাত বিশুদ্ধ। নিশ্চয় এমন বাচ্চার পুরুষ-মহিলার মাঝে দাঁড়ানোকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পুরুষ মহিলার সাথে সংঘটিত হওয়া সম্ভব এমন অপরাধ থেকে সে বাধা দেয়। ‘ইয়াতীম’ শব্দের উল্লেখ দ্বারা তাই বুঝা যায়, কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকে না। ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে এমন বাচ্চার সালাত বিশুদ্ধ এ কথাটিকে আরও জোরদার করছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইবনু ‘আব্বাসকে বামদিক হতে ডানদিকে নিয়ে আসা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইবনু ‘আব্বাসের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা এমতাবস্থায় ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বাচ্চা বয়সের। হাদীসটি আরও প্রমাণ করছে বাচ্চা একা হলে সে বড় পুরুষের সাথে একই কাতারে দাঁড়াবে। এমনিভাবে মহিলা পুরুষদের সাথে দাঁড়াবে না।

মহিলা একাকী হলে একা এক কাতারে দাঁড়াবে। মহিলার সাথে অন্য মহিলা না থাকা মহিলার ক্ষেত্রে আপত্তি স্বরূপ। তবে মহিলা যদি একাকীবস্থায় কোন পুরুষের সাথে দাঁড়ায় তাহলে তার সালাত যথেষ্ট বা জায়িয হবে, কেননা হাদীসে মহিলাদেরকে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর কথা আছে আর সেটাই মহিলার দাঁড়ানোর স্থান। তাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, মহিলা অন্যের সাথে সালাত আদায় করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে আবূ হানীফাহ্ বলেন, তা পুরুষের সালাত নষ্ট করে দিবে মহিলার নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, নিশ্চয় মহিলা পুরুষদের সাথে কাতারবন্দী হবে না এ নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হচ্ছে মহিলাদের কারণে পুরুষদের ফেৎনার আশংকা। তবে মহিলা উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞার বিপরীত করলে জমহূরের নিকট মহিলার সালাত যথেষ্ট হয়ে যাবে।

তবে হানাফীদের কাছে পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে মহিলার নয়; মূলত তা খুবই আশ্চর্যজনক। তার এ ধরনের দিক নির্দেশনাতে দুঃখ রয়েছে। যেমন হানাফীদের কেউ বলেন, এর স্বপক্ষে দলীল ইবনু মাস্‘ঊদের উক্তি তোমরা মহিলাদেরকে পেছনে রাখ যেভাবে আল্লাহ তাদের পেছনে রেখেছেন। উল্লেখিত উক্তিতে নির্দেশসূচক বাক্য ওয়াজিবের উপর প্রমাণ স্বরূপ। সুতরাং কোন নারী পুরুষদের কাতারে দাঁড়ালে পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে আর তা মূলত নারীদের পেছনের কাতারে রাখার ব্যাপারে পুরুষদের যে নির্দেশ করা হয় তা বর্জন করার কারণে। এ ধরনের উত্তর তার পক্ষ থেকে কৃত্রিমতামূলক।

আর আল্লাহই ঐ সত্ত্বা যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। এ ধরনের আরও শার‘ঈ বিষয় যেমন ছিনতাইকৃত কাপড়ে সালাত পড়া থেকে নিষেধ করার বিষয়টি প্রমাণিত আছে; এ ধরনের কাপড় পরিধানকারীকে কাপড় খুলে ফেলতে নির্দেশ করা হয়েছে, এরপরও যদি এ ধরনের কাপড় পরিধানকারী উল্লেখিত নির্দেশের বিরোধিতা করে ঐ কাপড়েই সালাত আদায় করে তাহলে সে পাপী হবে তার সালাত জায়িয হবে। এ ধরনের সালাত আদায়কারীর সালাত নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি, অতএব ঐ ব্যক্তি যার বরাবর হয়ে কোন নারী সালাত আদায় করছে তার সালাত জায়িয না হওয়ার ব্যাপারে কথা বলা হবে কেন?

এর অপেক্ষাও সুস্পষ্ট যুক্তি যদি কোন মসজিদের দরজার মালিকানাভুক্ত বারান্দা থাকে, অতঃপর মসজিদের জায়গার দিকে এক কদমে স্থানান্তর হওয়ার উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি বারান্দার মালিক-এর অনুমতি ছাড়া সেখানে সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত বিশুদ্ধ হবে। এমনিভাবে ঐ ব্যক্তির (পুঃ) সালাত যার কাতারে কোন মহিলা প্রবেশে করে গেছে তার সালাত বাতিল হবে না। বিশেষ করে পুরুষ ব্যক্তি কাতারে

প্রবিষ্ট হওয়ার পর যদি কোন নারী সে কাতারে শামিল হয়ে পুরুষের পাশে সালাত আদায় করে তাহলে পুরুষের সালাত বাতিল হবে না।

শাওকানী (السيل الجرار) ‘‘আস্ সায়লুল জারার’’ কিতাবে বলেন, কোন মহিলা যখন তার দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড়াবে না যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে মহিলাদের কাতারে দাঁড়ানো বা পুরুষদের পেছনে একাকী দাঁড়ানো তাহলে সে নারী অবাধ্য নারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে এতে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই এবং পুরুষদের সালাত বাতিল হওয়ার উপরেও কোন দলীল নেই। কেননা বিষয়টির চূড়ান্ত সীমা অর্থাৎ মহিলাদেরকে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর নির্দেশ মূলত পুরুষদের কাতারে তাদের শামিল হওয়া এবং তাদের দিকে পুরুষদের দৃষ্টি দেয়া হতে বিরত রাখা।

কোন মহিলা যদি পুরুষদের কাতারে শামিল হয়ে যায় তাহলে তা সালাত বাতিল হয়ে যাওয়াকে আবশ্যক করে দিবে না। বরং যে পুরুষ মহিলার জন্য নির্ধারিত স্থান নিজের জন্য নির্বাচন করে মহিলার পাশে দাঁড়াবে এবং তার দিকে দৃষ্টি দিবে তাহলে সে পুরুষ অবাধ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার সালাত বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যে পুরুষ মহিলাদের পাশে দাঁড়াবে না এবং মহিলাদের দিকে দৃষ্টি দিবে না সে অবাধ্য নয়। তার কারণ একই ইমামের অনুসরণার্থে কোন নারী পুরুষদের কাতারে শামিল হয়ে তাদের সাথে সালাত আদায় করলে পুরুষের সালাত নষ্ট হয় না। মূলকথা প্রমাণহীন অভিমতের মাধ্যমে শার‘ঈ হুকুম সাব্যস্তকরণে তাড়াতাড়ি করা ইনসাফপন্থী ও আল্লাহভীরু লোকদের কাজ নয়।

যায়লাঈ, খাত্ত্বাবী ও ইবনু বাত্তাল উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কাতারের পেছনে একাকী সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করছেন। যায়লা‘ঈ বললেন, এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের হুকুম এক। ইবনু বাত্তাল বলেন, কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায়ের বিষয়টি যখন মহিলার জন্য সাব্যস্ত হল তখন তা পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হওয়ার আরও বেশি হক রাখে। তবে এ হাদীস হতে এ ধরনের দলীল গ্রহণ করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা কাতারের পেছনে সালাত আদায়ের বৈধতার বিষয়টি কেবল মহিলাকে ব্যাপৃত করেছে আর তা মূলত পুরুষদের সাথে মহিলাদের কাতারবন্দী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কারণে যা পুরুষদের ক্ষেত্রে বিপরীত। কেননা পুরুষদের জন্য সুযোগ রয়েছে এক পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে দাঁড়ানো, তাদের সাথে চেপে দাঁড়ানো এবং কাতারের মাঝ থেকে একজনকে টেনে এনে আলাদা হয়ে দাঁড়ানো।

ইবনু খুযায়মাহ্ বলেন, হাদীস হতে এভাবে দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ হবে না। কেননা কাতারের পেছনে পুরুষ ব্যক্তির একাকী দাঁড়ানোর অথবা যারা বলে সালাত জায়িয না সকলের ঐকমত্যে নিষেধ। পক্ষান্তরে মহিলা যখন একাকী হবে তখন কাতারের পেছনে তার একাকী সালাত আদায়ের ব্যাপারে মহিলা নির্দেশিত এ ব্যাপারে সকলে একমত। সুতরাং একটি নির্দেশিত বিষয়কে কিভাবে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ের উপর কিয়াস করা যেতে পারে?

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন